Analysis Report

51st BCS Free Class

Daily Practice Exam Bengali Literature

Obtained Marks: **0/30**

Correct: 0, Incorrect: 0, Skipped: 30

Accuracy: **0%**

☐ Correct ☐ Incorrect ☐ Skipped

Question 1 Skipped

‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে?

A আশুতোষ ভট্টাচার্য

B ড. সুকুমার সেন

C চন্দ্রকুমার দে ✔

D দ্বিজ কানাই

A 12% B 12% C 58% D 18%

Solution:
‘পূর্ববঙ্গ-গীতিকা’ পূর্ববাংলার লোকসাহিত্যের একটি সংকলন। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, সিলেট (শ্রীহট্ট), ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পালাগুলো সংগৃহীত হয়েছে। ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)। তিনি আমৃত্যু পল্লীর লোকসম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত থেকে বহু সংখ্যক পালাগান সংগ্রহ করেন। এগুলোর অধিকাংশই দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩) ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (১৯২৬) নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র মধ্যে ভেলুয়া সুন্দরী, মইষাল বন্ধু, কমলারানী, দেওয়ান ইসা খাঁ, আয়না বিবি, ভারাইয়া রাজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Question 2 Skipped

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণে রচিত এক ধরনের বিশেষ সাহিত্য কী নামে পরিচিত?

A মর্সিয়া

B পুথি ✔

C নাথ

D কবিগান

A 48% B 39% C 9% D 6%

Solution:
আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ সাহিত্য পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত। আরবদেশের ইতিহাস- পুরাণ মিশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং ব্যাপক আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহারের কারণে এই সাহিত্য ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ।

Question 3

Skipped

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁ হয় কার প্রভাবে?

A ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

B শাহ মুহম্মদ সগীর

C চণ্ডীদাস

D শ্রীচৈতন্যদেব ✔

A 26% B 16% C 10% D 49%

Solution:
চৈতন্যদেব সর্বদা সংস্কৃত কবি জয়দেব, মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ও বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি শুনতে পছন্দ করতেন। এ থেকেই তাঁর ভক্তসমাজে পদাবলি রচনায় ও গানে আধ্যাত্মিক মূল আরোপিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে পদাবলি সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে এদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে কেউ কেউ 'চৈতন্য-রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই নব জাগরণের নিদর্শন বিদ্যমান।

Question 4

Skipped

বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগের' ব্যাপ্তিকাল কোনটি?

A ১২০১ – ১৩০০

B ১২০১ – ১৩৫০ ✔

C ১০৫০ – ১২০০

D ১৮০১ – ১৮৬০

A 13% B 79% C 5% D 5%

Solution:
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০/৯৫০ – ১২০০ খ্রি.), মধ্যযুগ (১২০১ – ১৮০০ খ্রি.), আধুনিক যুগ (১৮০১ – বর্তমান), অন্ধকার যুগ (১২০১ – ১৩৫০ খ্রি.) এই সময়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়নি বলে একে অন্ধকার যুগ বলা হয়।

Question 5

Skipped

ইসলামি বিয়োগান্তক কাহিনী বিশিষ্ট সাহিত্যের আদি কবি কে?

A শাহ মুহাম্মদ সগীর

B শেখ ফয়জুল্লাহ ✔

C মুহাম্মদ কবির

D দৌলত কাজী

A 35% B 45% C 7% D 13%

Solution:
মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘জয়নবের চৌতিশা’ (১৫৭০)।

Question 6

Skipped

‘পদ্মাবতী’ কোন কবির অমর কীর্তি?

A মাগন ঠাকুর

B ফকির গরীবুল্লাহ

C আলাওল ✔

D শাহ মুহাম্মদ সগীর

A 4% B 4% C 86% D 8%

Solution:
মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল, যাঁর একাধিক গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। তিনি সতের শতকের কবি। ‘পদ্মাবতী’ তাঁর অমর কীর্তি। ‘পদ্মাবতী’ হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির ‘পদুমাবাৎ’ কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও কবি এখানে অনেক মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

লোককাহিনি আশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য কোনটি?

Question 7

Skipped

A পদ্মাবতী

B চন্দ্রাবতী ✔

C সিকান্দারনামা

D নসীরানামা

A 50% B 40% C 10% D 7%

Solution:
মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এ রাজসভা 'রোসা' বা 'রোসাঙ্গ' নামে পরিচিত। আরাকান রাজসভার প্রধান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর। তার রচিত 'চন্দ্রাবতী' লোককাহিনি আশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য।

Question 8

Skipped

রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?

A মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

B কাশীরাম দাস

C কৃত্তিবাস ওঝা ✔

D শ্রীকর নন্দী

A 16% B 22% C 62% D 2%

Solution:
রামায়ণ একটি প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য। বাল্মীকি ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বে রামায়ণ রচনা করেন। এটি ৭টি খণ্ড ও ৫০০টি সর্গে বিভক্ত। এর প্রধান চরিত্র- রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ, দশরথ, ভরত, হনুমান। রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা।

Question 9

Skipped

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব-রসের স্রষ্টা হিসেবে কে পরিচিত?

A শাহ মুহাম্মদ সগীর

B রামনিধি গুপ্ত

C ভারতচন্দ্র

D মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ✔

A 36% B 9% C 27% D 30%

Solution:
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব-রসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা। আধুনিককালে জন্মালে মুকুন্দরাম কবি না হয়ে ঔপন্যাসিক হতেন বলে মনে করা হয়। মুকুন্দরাম সৃষ্ট যে চরিত্রগুলোকে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত বলা হয় সেগুলো হলো: মুরারি শীল, দাসী দুর্বলা ও ভাঁড়ু দত্ত।

Question 10 Skipped

সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি অংশ কে রচনা করেন?

A আলাওল ✔

B দৌলত কাজী

C সৈয়দ হামজা

D মুহাম্মদ কবীর

A 52% B 29% C 14% D 8%

Solution:
সতের শতকের কবি দৌলত কাজী ‘সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী’ কাব্য রচনা করেন। রোসাঙ্গের অধিপতি শ্রীসুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রধান আমাত্য আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। পরে উজির সোলায়মানের আদেশে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

Question 11 Skipped

‘হপ্তপয়কর’ কার রচনা?

A অমিয় দেব

B দীনবন্ধু মিত্র

C সৈয়দ আলাওল ✔

D জৈনুদ্দিন

A 7% B 13% C 75% D 8%

Solution:
আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতম প্রধান সভাকবি ছিলেন মহাকবি আলাওল। তিনি আনুমানিক ১৬০৭ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানার জোবরা গ্রামে মতান্তরে ফরিদপুরের ফতেহাবাদ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। মাগন ঠাকুরের প্রেরণায় তিনি কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো- ‘পদ্মাবতী’, ‘সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল’, ‘সিকান্দারনামা’, ‘হপ্তপয়কর’, ‘তোহফা বা তত্ত্বোপদেশ’, ‘রাগতালনামা’ এবং দৌলত কাজীর অসমাপ্ত ‘সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী’। তার ‘হপ্তপয়কর’ কাব্যটি পারস্য কবি নিজামীর কাব্যের ভাবানুবাদ।

Question 12

Skipped

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি কে?

A বিজয়গুপ্ত

B ঘনরাম চক্রবর্তী ✔

C রূপরাম চক্রবর্তী

D ময়ূরভট্ট

A 34% B 38% C 8% D 21%

Solution:
ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি হলেন ময়ূরভট্ট। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘হাকন্দপুরাণ’। তাঁর কবিতার একটি চরণও আবিষ্কৃত হয় নি। আদি কবি হিসেবে অধিকাংশ কবি তাঁকে স্মরণ করায় তার সম্পর্কে জানা গেছে তিনি চৌদ্দ শতকের কবি। এছাড়াও ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার অন্যান্য কবির মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল ধারার কবি। ধর্মমঙ্গলের দুজন প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী।

Question 13

Skipped

‘এমন পিরীতি কভু নাহি দেখিশুনি
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি’ – পদটির রচয়িতা কে?

A কানাহরি দত্ত

B চণ্ডীদাস ✔

C বিদ্যাপতি

D ঘনরাম চক্রবর্তী

A 12% B 61% C 20% D 9%

Solution:
চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে চিত্রিত করেছেন। দেহগত কামনা-বাসনা রাধাচরিত্রে প্রাধান্য পায় নি। কবি তাকে মর্ত্যলোক থেকে বহু দূরদুর্গম অধ্যাত্মতীর্থে স্থান দিয়েছে। চণ্ডীদাস রাধার কামগন্ধহীন প্রেম অত্যন্ত সহজ সরল কথায় ছন্দে ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রস্ফুটিত করেছেন। কবি এই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন:
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।

Question 14

Skipped

কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদের বিষয়বস্তু রয়েছে কোন মহাকাব্যে?

A ভাগবত

B মহাভারত ✔

C বিদ্যাসুন্দর

D রামায়ণ

A 6% B 80% C 7% D 10%

Solution:

মূলগ্রন্থ	প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যতম মহাকাব্য 'মহাভারত'। এর মূল রচয়িতা– মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।
প্রথম অনুবাদক	কবীন্দ্র পরমেশ্বর (পরাগালী মহাভারত); গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এর উৎসাহে।
মূলঘটনা	খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। দ্রৌপদী মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) একক স্ত্রী।
বাংলায় জনপ্রিয়তা	১৫শ শতক থেকে বাংলায় মহাভারত অনূদিত হলেও ১৭শ শতকে কাশীরাম দাসের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ও এই অঞ্চলে মহাভারত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

Question 15

Skipped

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের নামকরণ করেন কে?

A মণীন্দ্রমোহন বসু

B বড়ু চণ্ডীদাস

C বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ✔

D হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

A 2% B 24% C 63% D 16%

Solution:
গ্রন্থের প্রথম দিকের পৃষ্ঠা ছিন্ন থাকাতে এর নাম পাওয়া যায় নি। তবে সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ব্রজসুন্দর সান্যাল রচিত 'চণ্ডীদাস চরিত', ত্রৈলোক্য আচার্যের 'বিদ্যাপতি' ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বনে এর নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। একে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ও বলা হয়।

Question 16

Skipped

নিচের কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?

A লাইলী মজনু

B ইউসুফ জোলেখা

C নাথগীতিকা ✔

D পদ্মাবতী

A 7% B 14% C 58% D 21%

Solution:
বাংলাদেশে লোকগীতিকাগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১. নাথগীতিকা ২. মৈমনসিংহ গীতিকা ও ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলো সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে এবং তা সম্পাদনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত 'ইউসুফ জোলেখা', 'পদ্মাবতী' ও 'লাইলী মজনু' কাব্যের রচয়িতা যথাক্রমে ফকির গরীবুল্লাহ, আলাওল ও দৌলত উজির বাহরাম খান। উল্লেখ্য, 'ইউসুফ জোলেখা' নামে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং আবদুল হাকিমও কাব্য রচনা করেন।

Question 17

Skipped

"যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা-

A আলাওল

B আবদুল হাকিম ✔

C মুহম্মদ কবির

D দৌলত কাজী

A 24% B 59% C 6% D 16%

Solution:
প্রশ্নে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবদুল হাকিম রচিত নূরনামা কাব্যের অন্তর্গত। আবদুল হাকিমের সময়ে শাস্ত্রকথা বাংলা ভাষায় লেখা দূষণীয় বলে বিবেচিত হত। কবি হয়ত এ কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন। তাই বিক্ষুব্ধ কবি নূরনামা কাব্যে লিখেছিলেন:
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী।

Question 18

Skipped

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কাকে?

A বিদ্যাপতি

B গোবিন্দদাস

C জ্ঞানদাস

D চণ্ডীদাস ✔

A 40% B 6% C 10% D 46%

Solution:
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি এবং পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলির দুঃখের কবি, সত্যের কবি, বিরহের এবং পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি।

Question 19

Skipped

লোক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় নিচের কোনটিকে?

A টপ্পাগান

B কবিগান

C গীতিকা ✔

D প্রবাদ

A 15% B 20% C 60% D 9%

Solution:
‘Folklore’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ‘লোকসাহিত্য’। জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গল্প, গান, ছড়া, গীতিকা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপাদান। প্রচলিত ডাক ও খনার বচনকে লোকসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন ধরা হয়। লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো গীতিকা। লোকগীতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ক. নাথগীতিকা, খ. মৈমনসিংহ গীতিকা এবং গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

Question 20

Skipped

ইউসুফ জোলেখা কাব্যগ্রন্থটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত?

A আরবি

B হিন্দি

C ফারসি ✔

D কোনটিই নয়

A 18% B 5% C 77% D 4%

Solution:
ইউসুফ জোলেখার মূল রচয়িতা ফার্সি কবি জামী আল সাফী এবং অনুবাদক শাহ মুহাম্মদ সগীর। তিনি এ কাব্যটি ফার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। মূলত এসব কাহিনিতে মানবীয় প্রেম বহিরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবার্থ ছিল সুফি প্রেমসাধনার পরিণতি রূপে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা।

Question 21

Skipped

দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?

A জমিদার নিজাম শাহ ✔

B সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

C সুলতান বরবক শাহ

D কোরেশী মাগন ঠাকুর

A 38% B 38% C 5% D 22%

Solution:
দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা থেকে জানা যায় তিনি জমিদার নিজাম শাহ্ এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি নিজাম শাহ্ এর থেকেই ‘দৌলত উজির’ উপাধি পেয়েছিলেন।

Question 22

Skipped

‘গীতিকা’ বলতে কী বোঝায়?

A রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা

B আখ্যানমূলক লোকগীতি ✔

C গদ্যের মাধ্যমে বর্ণিত কাহিনি

D কোনটিই নয়

A 9% B 61% C 27% D 4%

Solution:
আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বলা হয় গীতিকা। আখ্যান বা কাহিনি নির্ভর এসব গীতিকা গতিশীল ও নাটকীয় গুণসম্পন্ন। ইংরেজিতে একে Ballad বলা হয়। গীতিকায় সুরের থেকে কথার প্রাধান্য বেশি থাকে।

Question 23

Skipped

‘মানবিক প্রেম’ মধ্যযুগীয় কোন সাহিত্যের উপজীব্য?

A মঙ্গলকাব্য

B জীবনী সাহিত্য

C প্রণয়োপাখ্যান ✔

D বৈষ্ণবীয় সাহিত্য

A 15% B 12% C 64% D 13%

Solution:
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এ শ্রেণির কাব্যে বিষয়বস্তু হিসাবে মানবিক প্রণয়কাহিনি স্থান পেয়েছে।

Question 24

Skipped

‘মধুমালতী’ কাব্যের রচয়িতা কে?

A সৈয়দ হামজা ✔

B আব্দুল হাকিম

C ফকীর গরীবুল্লাহ

D মোহাম্মদ দানেশ

A 43% B 23% C 27% D 8%

Solution:
‘মধুমালতী’ কাব্যটি রচনা করেন সৈয়দ হামজা। তিনি ছিলেন ফকীর গরীবুল্লাহর অনুসারী। তাঁর রচিত কাব্য: হাতেম তাই, জৈয়গুনের পুঁথি, আমীর হামজা কাব্যের শেষাংশ।

Question 25

Skipped

মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য-

A শবে মেরাজ

B ইউসুফ জুলেখা ✔

C নূরনামা

D রসুল বিজয়

A 3% B 70% C 16% D 14%

Solution:
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রাচীনতম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। ‘ইউসুফ-জুলেখা’ তার বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। তিনি পারস্যের কবি আবদুর রহমান জামি রচিত ‘ইউসুফ ওয়া জুলায়েখা’ থেকে কাহিনি গ্রহণ করেছেন।

Question 26

Skipped

মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?

A কানাহরি দত্ত

B জয়দেব ✔

C ময়ূর ভট্ট

D ভারতচন্দ্র

A 10% B 54% C 23% D 16%

Solution:
মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যধারা। এর প্রধান শাখা ৩ টি- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল। এছাড়া ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল সহ আরও কিছু মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায়। কানাহরি দত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি মানিক দত্ত এবং প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি। বাঙালি কবি জয়দেব বৈষ্ণব পদাবলির পদকর্তা ছিলেন।

Question 27

Skipped

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের মূল উপজীব্য-

A ধর্মীয় আখ্যান

B লোকজ সংস্কৃতি

C রাধা-কৃষ্ণ ✔

D কোনটিই নয়

A 26% B 9% C 66% D 2%

Solution:
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ।
বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবিরহ ও নিত্যমিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হয়েছে।

Question 28

Skipped

আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি-

A দৌলত কাজী ✔

B আলাওল

C মরদন

D কোরেশী মাগন ঠাকুর

A 41% B 38% C 4% D 20%

Solution:
দৌলত কাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রাউজানের সুলতানপুরের কাজী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি এবং লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা।

Question 29

Skipped

দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রথম কাব্য কোনটি?

A চন্দ্রাবতী

B জঙ্গনামা ✔

C লায়লী মজনু

D মধুমালতী

A 14% B 42% C 39% D 11%

Solution:
তাঁর উপাধি দৌলত উজির বাহরাম খাঁ। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম ‘জঙ্গনামা’ বা ‘মক্তুল হোসেন’। তারঁ রচিত লায়লী মজনু কাব্য পারসি কবি আবদুর রহমান জামির ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের অবলম্বনে রচিত। দৌলত উজির বাহরাম খান ‘লাইলী মজনু’র মতো বিশ্বখ্যাত বিরহকথা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন। তাঁর ‘লাইলী মজনু’ কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: জামির কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান ছিল, বাহরাম খার কাব্য মানবিক প্রেমবোধ প্রধান।

Question 30

Skipped

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাকবি ছিলেন-

A আলাওল

B বিদ্যাপতি

C ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ✔

D শাহ মুহম্মদ সগীর

A 15% B 14% C 71% D 4%

Solution:
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২–১৭৬০) অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। হাওড়া জেলার পেড়ো-বসন্তপুরে জন্ম হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে ‘রায়গুণাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’।